হিসাব মিলেনা উত্তর পাইনা

৫ম পর্ব

দিগন্ত বড়ুয়া

৪র্থ পর্বের পর...

হিসাব মিলেনা উত্তর পাইনা ৫ম পর্ব লেখা শুরু করেছিলাম ৪র্থ পর্বের পরের দিনই। মাঝখানে আবারো ঐ একি অবস্থা। অনেক মেইল পাই আবারো । এবার আর সব মেইলের জবার দেবার মতো মন নাই। শুধু এটুকুই বলছি আগের মতোই গালাগালি করা, তবে এবার একটা বিষয় যোগ হয়েছে। কেউ কেউ প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলেও জানালেন যে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নিধন এবার তারা নাকি নিজের হাতেই শুরু করবে। সাধুবাদ না জানিয়ে পারলাম না। এমনিতেই বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা আধমরা, এবার নাহয় প্রানটা যাবে এই আর কি, তার বেশীতো করতে পারবে না, তাই না !

একজন মেইলদাতা আমাকে ৬বার মেইল করেছেন। সময় কাল মাত্র ৮ দিন। তার মতামতের কাছাকাছি আরো কিছু মেইল । যার মুল বিষয় প্রায় কাছাকাছি। শুনুন বন্ধুরা, কুদ্দুস খান, অভিজিত রায়, ফতেমোল্লা, কামরান মির্জা, ডঃ জাফর এই লোকগুলো কারো বাপের সম্পত্তি নয়। তারা সবাই স্বগুনে একেক জনের অস্থিত্বে আলোকিত মানুষ। মুক্ত বঙ্গ সন্তান । যা আপনারা নন। ক্ষোভ থাকেতো তাদেরকে লিখে বলুন না কেন ? আর আমার সমালোচনায় তাদেরকে জড়ান কেন? তাই মিক্সার না বানিয়ে আমার সমালোচনা আমাকে পাঠান, আর উনাদের টা উনাদের কাছে পাঠান । তাতে ভালো হয়। আর ভিন্নমতের কথা বলেছেন , শুনুন, ভিন্নমত মুক্তমানুষের মনের আয়না। আপনাদের দরকার ইনকিলাব , যায়যায়দিন, সংগ্রাম পড়া। এতে আপনাদের মনের কথাই বেশী লেখা থাকে। তবে মানবতা ও বাস্তবতায় শিক্ষিত হতে হলে ভিন্নমতে এসে পড়বেন, নিমন্ত্রন রইলো । প্রথমে একটু কষ্ট হবে আমাদেরকে মেনে নিতে, আমাদের কথা হজম করতে। যেমন আপনাদের কষ্টের কথা আমাকে লিখে জানিয়েছেন, দেখবেন আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা মানবতার কথা বলি , উন্মাদনা দেখাইনা কেউ। যাক , সির্ধান্ত আপনাদের হাতেই ছেড়েদিলাম।

ভেবেছিলাম ৫ম পর্বে হিসাব মিলেনা ..... লেখাটি শেষ করবো। কারন নিজের ও কাজের নানা ঝামেলা, তাছাড়া এত বেশী গালাগাল খাওয়া কি দরকার তাই ভেবে । কিন্তু পুরনো বন্ধুদের কিছু হাতে লেখা চিঠি পাই। তাদের লেখায় প্রতি প্যারায় প্যারায় জোশ ওয়ালাদের সুকর্মের কির্তি , তা পড়ে মনের অজান্তে কলন যে আমি নিজেও কেঁদেছি জানি না। তার সাথে ছিল বন্ধু ইসমাইলের চিঠি। অন্য বন্ধুদের মতো তারও অনুরোধ ছিল আমি যেন লেখা বন্ধ না করি। সবছেয়ে বড় যে দাবী করেছে ইসমাইল, তা হলো, তার কৈশোরের বন্ধুদের যেন আমি যে করেই পারি খুজে দেই। বাকী বন্ধুদের মতো তাকে ও শান্তনা দিয়ে চিঠি লিখেছি । তার কৈশোরের বন্ধুরা কেন হারালো তা হয়তো কেউ জানতে চাইবেন, বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জোশ ওয়ালাদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে দেশ ছেড়েছিল।

এবার আসল কথায় আসা যাক, হিসাব মিলেনা.... ৪র্থ পর্বে অশালীনতার কথা উঠলো দেখলাম । বাহ্ , বেশ বলেছেন। আপনাদের নিজেদের শালীনতার কথা এখন আমাকে ভাবতে হচ্ছে । শুধু একটা কথায়

উত্তর দেবো, যুগের পর যুগ অত্যাচার করবেন, অনাচার করবেন আমাদের উপর, আবার শালীনতাও আশা করবেন ?

আপনারা কি চোখে দেখেছেন, কোন সংখ্যালঘু মা মেয়ে কোন একজন সংখ্যাগুর দ্বারা ধর্ষিত হয়ে গর্ভবতী হতে? আমি দেখেছি, তাই আমার মনে আগুন জ্বলে। আপনারা কি কখনো দেখেছেন সন্ধ্যাবেলা রান্নাবান্না শেষে খেতে বসেছে, এমন সময় এছালামী জোশ ওয়ালারা জোরকরে বাড়ীতে ঢুকে, শুধুমাত্র বাড়ীর সুন্দরী ১৪ বছরের মেয়েকে বাবা ও বড় ভাইয়ের সামনে ধর্ষন করতে ? আপনারা কি দেখেছেন সদ্য ক্রিত জায়গা, বাড়ী বানাবে আমারি কাছের মানুষ, দলিল হবার ১ মাস পরে সেই জায়গায় মসজিদ বানানো হয়েছিল জোর করে। আমি যদি বলি বাংলাদেশে মুসলিম মানে অত্যাচারি, ইসলাম মানে নির্যাতন, তা কি ভুল প্রমান করতে পারবেন ?

হিসাব মিলেনা ৪র্থ পর্ব পড়ে আমি কোথাও কোন অশালীনতা খুজে পেলাম না। অথচ আপনারা পেলেন। দেখুন ফতেমোল্লা দা ও আলমগীর দা, আমি আপনাদের প্রতি পক্ষ হয়ে বলছি না, আমি বলছি প্রমান করুন ।ফতেমোল্লা দা আপনি যে লাইনটির কথা বলেছেন সে লাইনটি লেখা দরকার মনে করেছিলাম তাই আমি লিখেছি। চোখ বন্ধ করে আমার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে একবার ভাবুন তো, কেমন লাগে তার পর বলুন তো আমাকে। চামার ছুতোর শ্রেনীর মুসলিম বা চোর বাটপার মুসলিমের কথা বলেছি লেখায়, কিন্তু খেয়াল করেছেন কি আমি ওখানে কিছু অংশ বাদ দিয়ে বলেছিলাম। কেননা, আমারো অনেক বন্ধু বান্ধবী আছে আপনাদের সম্প্রদায়ের। তারা তো আমার সাথে খারাপ ব্যাবহায় করেনি, আমি কেন আমার বন্ধুদের খারাপ বলতে যাবো । সাপের কামড় তো আপনারা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকেরা বাংলাদেশে খাননি, তাই কি করে বুঝবেন সাপের বিষে কি জ্বালা ?

আবারো একটা কথা বলতে হচ্ছে আমাকে, আগের কোন পর্বে ও আমি লিখেছিলাম , কথাটি ‘‘ আমি বাংলাদেশে দাড়িয়ে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুর কথা বলছি, আমি অন্য দেশের কথা বলছি না। কোনদেশে কে নির্যাতিত হলো, কার কি হলো, সেদেশের সরকার ও জনগন বুঝবে, এতে কারো কারো মাথাব্যাথা দেখলে সত্যি আমি হেসে মাঠিতে লুটোপুটি খাই। আপনাদের নিজেদের দেশে আপনারা আপনাদের সংখ্যালঘুকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছেন না, আবার অন্য দেশের মানুষের জন্য মহামানব সাজেন তাই না !!! চোখ কান খুলুন, ভালো করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন । নিজের ঘর আগে সামলান। তারপর পরের বাড়ীর খোজ নিয়েন । বুঝলেন ? যে নিজের ঘর নিজে সামলাতে পারেনা সে যদি অন্যের ঘরের কথা চিন্তাকরে , আমার মতে তার মতো মুর্খ কেউ হয় না ।

একটা কাজ করুন লেখাটা পড়তে পড়তে, নিজের গায়ে একটা চিমটি কেটে দেখুন । দেখবেন ব্যাথা পাচ্ছেন। আর আপনারা সংখ্যাগুরুরা যুগের পর যুগ আমাদেরকে অত্যাচার করছেন। আমরা কি ব্যাথা পাচ্ছি না ? আমাদের কষ্টের ভাগ কি নিয়েছেন কেউ, নাকি নিচ্ছেন ? তবুও শালীনতা আশা করেন, নাঃ ? রক্তে যে অত্যাচার করা মিশে গেছে খেয়াল করেছেন কি ? আমি এখন ভালো মতো টের পেলাম।

মনে করুন আমি একটা মসজিদ ভেঙ্গে দিলাম। আমার কি অবস্থা করবেন আমি তো বুঝতে পারি। জানি। কিন্তু এছালামী জোশ ওয়ালারা আমাকে উত্তর দিনতো, গত দুই বছরে আপনারা কতগুলো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন্দির ভেঙ্গেছেন তার হিসাব কি রাখেন ? কতগুলো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পূজ্য

মূর্তি ভেঙ্গেছেন তার হিসাব কি আছে আপনাদের কাছে ? আমি যদি সে জন্য মুসলিম মানে জন্তু বলি ভুল প্রমান করতে পারবেন কেউ? আপনাদের ধর্মের জন্য আপনারা যেমন মাথা ব্যাথায় ভোগেন, কান্নাকাটি করেন , আমাদের ও কি তেমন কিছু হয় না ? আমরা কি মানুষ নই? এবারো বলছি , আমি সবাইকে ঢালাও ভাবে বলছিনা। যারা করছে তাদেরকে বলছি। আপনাদের মুসলিম জঙ্গি জন্তু নিয়ন্ত্রন করা আপনাদের দায়িত্ব, আমাদের নয়। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ নিয়ন্ত্রন করেন আপনারা মুসলিমরা । আমরা নই, সেই আপনারা যদি আপনাদের জন্তুরুপি মুসলিমদের নিয়ন্ত্রন করতে না পারেন বলেন তাহলে আমারা কি বলবো না যে, ডাল মে কুচ কালা হ্যায় ! বাংলাদেশ আপনাদের , আমরা শুধু মাত্র বাংলাদেশে জন্ম নিয়েছি। কারন আপনারা আমাদেরকে বাংলাদেশে ৫ম বা ৬ষ্ট শ্রেনীর নাগরিক বানিয়ে রেখেছেন। বাংলাদেশে আমরা জন্ম নিয়ে আজন্ম পাপ করেছি । মুসলিম সমাজের শিক্ষিত শ্রেনীর দরকার আপনাদের স্বজাতির মৌলবাদিত্ব ঠেকানো। আপনারা কেন যে চুপ বুঝতে কষ্ট হয়। নাকি গোপনে আপনারাও জঙ্গি জন্তুদের মদদ দাতা ? আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি বাংলাদেশে শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বারা যদি জন্তু মুসলিমদের ঠেকানো শুরু হয়, তাহলে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন হবার কথা নয়। কিন্তু আপনারা মানবতার কথা বলে বেড়ান, কাজে কি প্রমান দিতে পেরেছেন নাকি পারছেন ? সত্য রুক্ষ থাকে, সহ্য করতে কষ্ট হয়।

সংখ্যালঘুদের কোন জাত নাই। নাই কোন আলাদা দেশ। এই সংখ্যালঘুর সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে চলতে যারা শিখেছে তারা পৃথিবীতে উদাহরন হিসেবেই আছে। আপদে বিপদে প্রতিবেশীর দরকার হয়। ধর্ম মুখ্য নয়। একান্ত ব্যক্তিগত। আর মুসলিমরা ধর্মের জন্যই বেচে আছে। মানবতার জন্য নয়। মানবতা শব্দের অর্থ যদি বুঝে থাকেন তা হলে কাজে প্রমান করুন । আমি জানি মানবতা মুসলিমদের জন্য আসেনি। কারন আপনারা যে বয়সে অ আ ক খ শিখার সময় সেই বয়সে মাদ্রাসা বা মসজিদের বারান্দায় গিয়ে হেঁচকি মেরে মেরে ঢুলেন, আর তখনই এক আরবী ভুত আপনাদেরকে জব্দ করেফেলে, যার নাগপাশ থেকে সারাজীবন আর বের হতে পারেন না। বাংলাদেশের বৌদ্ধরা হিন্দুরা আমরা ধর্মীয় পালি/সংস্কৃত ভাষা বাংলাতেই চর্চা করি। তার মানে এই নয় যে আমরা এক তিল পরিমান কম শ্রদ্ধা করি ধর্মকে। কিন্তু আপনারা মুসলিমরা কি পারবেন ? ধর্ম চুত্য হবার ভয়ে আপনারা নিজের মাতৃ ভাষা পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারেন । আপনারা কি পারবেন, আপনাদের ধর্মীয় গ্রন্থ বাংলায় শুধু মাত্র ভালো বিষয় গুলো অনুবাদ করে অনুকরন করতে ? সেটা করলে আমাদের মতো কাফেরদের মারবেন কি করে ? আবারো আমার বলতে হচ্ছে, মুসলিম মানে জঞ্জাল, মুসলিম মানে অত্যাচার, ইসলাম মানে আবর্জনা, খুন খারাবি সম্বলিত এক দলিল। আপনাদের ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক নিজেই ছিল এক যোদ্ধা, একজন যোদ্ধার দ্বারা আর যাই হোক ধর্ম প্রবর্তন হয় না , তা কি মানেন ? যোদ্ধা বড়জোর একটি গ্যাং সৃষ্টি করতে পারে । আর আপনারা মাত্র একটি গ্যাং এর সদস্য। তাই তো সারা পৃথিবী ব্যাপি কি করছেন দেখছি ।অন্য কোন জাতির তো কোন সমস্যা তেমন দেখিনা, আপনাদের কেন পৃথিবী ব্যাপী এত সমস্যা ? আপনারা কি ভাবেন কেউ এই বিষয়ে ? আমি মনে করি আপনাদের ভাবা দরকার।

আমরা যারা নেটে লিখি তারা কেউই পেশাদার লেখক নই, আমরা নেশাদার লেখক। আমরাই পারি সত্যিকার গনতন্ত্র কি বুঝতে, আমরাই পারি সত্যিকার মানবতা কি তা দেখাতে। আমরা এই লেখা লিখে জীবন চালাই না। দেশে যারা লিখে জীবন চালায় তাদের হাত পা বাধা কঠিন শিকলে। তাদের ইচ্ছা ও সামথ্যের মিল ঘটে না। কিন্তু আমরা ঘটাতে পারি। দেশের বুদ্ধিবৃত্তিয় শ্রেনী সাহস করে কিছু লিখতে গেলে তাদের জেল জুলুমের ও অন্যান্য ভয় থাকে, আমাদের সেই ভয় নাই। তাই মুসলিম সমাজকে বলছি, আপনারা যদি সত্যিই শান্তি প্রিয় হয়ে থাকেন তাহলে আপনাদের সমাজের দ্বারা আমাদের উপর নির্যাতন অত্যাচার রোধ, এমন কি আপনাদের সমাজের উন্নতির কল্পে আপনারাই

দেশের বাইরে বসে পরিবর্তন ও উন্নতিন নীল নকশা আকতে পারেন। কেউ শুরু করলে কেউ অনুকরন করবে, তারপর কেউ তা বাস্তবায়ন ঘটাবে। কোন কাজ একদিনে হয় না। সময় লাগে। এখন আপনাদের সময় এসেছে, কি আরবে যাবেন নাকি বিশ্ব সমাজের সাথে থাকবেন ।
মাঝে মাঝে নেটে কিছু লেখা দেখি, পশ্চিমা সমাজকে ঘৃনা করে , বিভিন্ন সমালোচনা করে। তারা শুনুন একটু। আপনি যার দেশে থাকছেন তার ও একটি সমাজ আছে, সে সেই ভাবেই বড় হয়েছে। আপনাদের পছন্দের সমাজ সে সৃষ্টি করবে না আপনার জন্য। বরং আপনাকে তার সমাজের স্রোতের সাথে মিশে যেতে হবে । কারন আমার জানা ও দেখা মতে তাদের সমাজে ভালোর দিকটিই বেশী। উন্নত বিশ্বে থাকেন তাদের সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন আবার তাদেরই বদনাম করেন, এবার দেখুন আপনারা কতবড় অকৃতজ্ঞ জাত। এই বদনামী অন্য কোন জাতই করে না। শুধু মুসলিমরাই করে। আরো একটা কথা বলা যায়। আপনারা যখন দেখছেন সাদারা এত বেশী খারাপ আপনাদের দৃষ্টিতে, তাহলে সাদার দেশে কেন আছেন ? আরবই তো আপানাদের দেশ। ওখানে চলে যেতে পারেন না ? আরবে গিয়েই থাকুন। ওখানে মহিলা পুরুষ সবাই বোরকা পড়ে থাকে। বোরকার আড়ালে যতই নোংরামী করুন না কেন আপনী দেখবেন না। আরবেই চলে যান দলবেঁধে। উন্মুক্ত পৃথিবীকে একটু জঞ্জাল মুক্ত করুন।

আজকে আপনাদের দরকার , আপনাদের বদস্বভাব ও সাদাদের খারাপ গুলো বাদ দিয়ে যাকিছু ভালো তা জীবনে গ্রহন করে সাদাদের দেশে পাশাপাশি বাস করা। না হলে, এখন যে ভাবে আপনারা শুরু করেছেন আগামীতে তা জাতি কোন্দলে রুপ নেবে। যেমনটি করে আপনারা অভ্যস্থ। তখন একদিন সময় আসবে সুক্ষ কৌশলে বৃটেনের মতো, মুসলিম দেখলে তাড়াবে। যায়গা দেবে না। যা এখন শুরু করেছে কয়েক মাস আগে। খেয়াল করুন। আপনাদের জন্য বাংলাদেশি হয়ে আমরাও সমস্যার শিকার হচ্ছি।

ছুঁয়ে দেখা গল্প ঃ

চোখে দেখেছি , দিনমজুরের ছেলে এম এ পাশ করেছে, কিন্তু ভদ্র লোকের ডাইনিং এ বসে ভদ্র ভাবে খেতে তার খুব সমস্যা হয়েছিল। পরে বাড়ী গিয়ে সবাইকে বলে হাসছিল । এটা তার দোষ নয়, সে সেই সমাজে বড় হয় নাই। তাই দেখে নাই। তাকে শিখতে হবে। আপনারা মুসলিমরা (সবাই না)বাংলাদেশের শিক্ষিত হচ্ছেন মাত্র ৭০/৭৫ বছর ধরে। এই সময় একটা শিক্ষিত জাতি গঠনের জন্য প্রচুর নয়। তাই আপনাদের ও শিখতে হবে। জ্ঞানের আলোয় শিখতে না পারলে সারা পৃথিবীর সব ডিগ্রি গুলো নিয়ে ফেললেও কোন কাজে লাগাতে পারবেন না। যেমনটি এখনো পারছেন না।

আর একটা কথা মনে পড়ে গেলো। বাংলাদেশ থেকে আসা ছেলে আজিজ । আমি তাকে গত ৩ বছর ধরে চিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাড়িয়েছে। এখানে এসে আরো একটা ডিগ্রি পকেটে ভরেছে। আর একটার মাঝ খানে এখনো। এই দেশের কাগজ আছে। সে তার জীবনকে ছকে বেঁধে ফেলেছে।কিছুদিন আগে আমাকে বলেছিল, ভাই এখানে থাকতে হলে তো কষ্ট করতে হয় না, রেস্তোঁরায় হাড়ি পাতিল ধুয়ে ও ভালো মতো চলা যায়। আর তাই করেও যাচ্ছি এসেছি পর্যন্ত, তাই শুধু শুধু কেন অন্য কাজ খোজা ? আমি বলেছিলাম যা ভালো মনে করো তাই করো। আজিজরা শতশত পুরুষে সেই একমাত্র উপরের ক্লাসে পড়া একজন। তার আশে পাশে কাউকে দেখেনি জীনবে অফিসে যেতে। তাই তাদের লক্ষ্য ও থাকবে নিচে। এটা স্বাভাবিক। তাকে শিখতে হবে তার জীবন দিয়ে, তখন সে তার ছেলে মেয়েকে শিক্ষিত সমাজে প্রবেশ করাতে পারবে। তার আগে নয় (ইমিগ্রান্ট সিটিজেন ফোকাস এর তথ্য অনুযারে)

। বাংলাদেশের মুসলিম জনগনের শতকরা ৮১ ভাগ এই কাজই করে, হয়তো চৌকিদারী, থালা বাসন মাজা, টেক্সি চালক, বাবুর্চি ঝাড়ুদার সুইপার। অথচ দেখবেন বেশ কিছু মানুষের পকেটে দুই একটা পড়ালেখা করান প্রমান পত্র আছে, কিন্তু সে কাজে লাগাতে পারছে না। সে জানে না কি করে কাজে লাগাবে। কারন সেই পরিবেশে সে বড় হয়নি। কাঁদলে শিশু দুধ পায়। কিন্তু এই বাছা, কি করে কেঁদে দুধ পেতে হয় তা শিখে নি, দেখেনি চারপাশের কাউকে। মোট কথায় বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ, আপনারা শিক্ষিত নন কোন ভাবেই। শুধু পড়ালেখা করছেন সামান্য কিছু মানুষ। সত্যিকার মানুষের স্রোতে চলে আসুন । দেখে শিখুন। ভাববেন না , আমি আপনাদের বদনামী করছি। আমি সত্যি বলছি কিনা ভেবে দেখুন। তার চেয়েও বেশী দরকার আপনাদের গত ৩০০ বছরের ইতিহাস পড়া।

যারা রাঙ্গামাটি পর্য্যটনে বেড়াতে গিয়েছেন তারা নিশ্চয় ঝুলন্ত ব্রিজে হেটে ওপারে গিয়েছেন। ওপাড়ে গিয়ে যেতে থাকলে সামনে একটু পরে একটি টিলা পরবে। সেই টিলার নতুন নাম ছিলইট্যা পাড়া বা ছিলেটি পাড়া (সিলেটি পাড়া) । কারন এই টিলার সবাইকে সিলেট থেকে এনে বঙ্গ সরকার নতুন বসতি স্থাপন করিয়েছে । এই টিলা সম্পর্কে আমি যখনকার কথা বলছি তখন ছিল প্রায় ২০ / ৩০টি পরিবার। এখন নাকি সেখানে শ'খানেক পরিবার বসবাস শুরু করেছে আশেপাশের এলাকা ও দখল করেনিয়ে। এই টিলার আদি মালিকদের কথাই বলবো আজ। সমর ত্রিপুরা ও বিম্বিসার চাকমারা মিলে মোট ৪ কি ৫ টি পরিবার এখানে একসময় বাস করতো। আজ থেকে ৫০/৬০ বছর আগে তাদের সাথে বাস করা শুরু করে দক্ষিন চট্টগ্রাম থেকে যাওয়া পুলিন বড়ুয়া ও ধনু বসাক। এই দুই জন বাসকরতো পরিবার পরিজন নিয়ে, চাকমাদের জায়গায়। অনেকটা দান হিসেবে। তাদের কাজ ছিল চট্ট গ্রাম থেকে গুড় ডাল এটা সেটা নিয়ে বিক্রিকরা। বেশ ভালোই ছিল সবাই মিলে। '৮০ সালের আগে হঠাৎ আর্মির কাছথেকে তাদের কাছে নোটিশ মিলে । এলাকা ছেড়েদিতে হবে। কারন কি ? সরকারের জায়গা দরকার। এখন এই লোকগুলো এত বছরে বেড়ে আরো কয়েকটি পরিবার হয়েছে। কোথায় যাবে তারা ? আর্মিরা বলে আমরাতো জানি না। বেঁধে দেয়া সময়ে ও এলাকা না ছাড়ায় একরাতে দুজন আর্মি ও কিছু সংখ্যক শান্তিবাদি এছালামি লোকজন গিয়ে দুটি বাড়ীতে আগুন দেয়। আর সব বাড়ীতে গিয়ে বলে দেয় না গেলে মেরেফেলা হবে। এসময় কয়েকজনকে মারধর করে। এবার এই টিলার চাকমা ও ত্রিপুরার চৌদ্দ পুরুষের বাসভুমি ফেলে জীবন বাচানোর পালা। কোথায় যাবে জানেনা কেউ। কেউ কেউ নিকট আত্নীয়ের কাছে দয়ার পাত্র হয়ে থাকলো, কেউ কেউ ছিন্নমুল হয়ে এখানে সেখানে বসবাস শুরু করলো। আর তাদেরই বাপ দাদার ভিটে মাঠিতে বসবাস শুরু করলো এছালামী জোশে মত্ত জোশোয়ালারা। চোখ বন্ধ করে একবার ভাবুন কোন জোশ ওয়ালা, মনে করুন নিজের হয়ে ঘটেছে এই ঘটনা । বললেও কি করে বুঝবে ? এছালামী জোশে অন্ধ বর্বর মুসলিম কি কিছু হিতাহিত বুঝার জ্ঞান রাখে ?

চট্টগ্রাম জেলার কোন এক থানায় কোন এক গ্রাম। দুই পাশে মুসলিম গ্রাম। অন্য দুই পাশে খাল ও হিন্দুপাড়া। কালি পূজা করবে হিন্দুরা। পাঁঠা কাটবে হিন্দুরা। তো এছালামী জোশোয়ালাদের কোন অসুবিধা বুঝিনি। পূজার সব ঠিক ঠাক। আগামী কাল পূজা। আজকে বিকালে জোশোয়ালারা এসে বললো। তোরা কাট বা আমরা কাটি পাঁঠা তো কাটা যাবেই। তাই তারা কম করে ১৯জন শান্তির এছালামী জোশ ওয়ালা এসে পাঁঠা কেটে চোখের সামনে নিয়ে গেলো। মাথাটা ও পা ৪ টা দিয়ে গেলো। হাতাহাতি হলো, রাতে গ্রামে এসে কয়েকবাড়ীতে আগুন দিল। তারও কিছুদিন পরে স্কুল থেকে ফিরার পথে নবম শ্রেনীর ছাত্রীকে পথ থেকে তুলে নিয়ে যেতে চাইলে জনরোশে পরে গনপিটুনি খেয়ে পালায়।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়লো। পার্বত্য অঞ্চলে যারা গিয়েছেন তারা জানবেন সামান্য, যারা থেকেছেন কিছু দিন তারা জানবেন অনেক। যারা অনেক দিন ধরে থেকেছেন থাকছেন তারা সবার চেয়ে বেশী জানবে। বাংলাদেশে পাব্যর্ত অঞ্চল মানে বন্দিশালা । মোড়ে মোড়ে , পায়ে পায়ে , পরতে পরতে আর্মিক্যাম্প। বি ডি আর ক্যাম্প। এক কথায় সৈন্যশালা বললে খুব কম হবে আমার মতে। আজকের দিনে বাংলাদেশের সৈনিকের ও এছালামী জোশ ওয়ালাদের দখলে পার্বত্য ভূমি। পার্বত্যবাসী আজ যে কয়জন পাহাড়ে বাস করে তারা বাস করে বন্দিশালায়।

পার্বত্য অঞ্চলে বরকল নাম শুনেছেন অথবা অনেকে জানেন। ফরোয়া নাম হয়তো অনেকে শুনেননি। এটা বরকলের পাশাপাশি।হয়তো ৮০ বা ৮১ সাল হবে। ফরোয়ায় একটি গ্রামে(নামটা মনে পরছেনা) প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করতেন কৈসতুই মারমা। কৈসর বাপদাদার ভিটেমাঠি সেখানেই যুগ যুগ ধরে। একদিন আর্মির লোকজন গিয়ে বলে এখানে আরবি পড়াবার কোন শিক্ষক নাই, তো আমরা একজন আরবি পড়ানোর শিক্ষকের ব্যবস্থা করবো। কৈস বলেছিল এখানেতো তেমন কোন মুসলিম ছাত্রছাত্রী নাই যে দরকার হবে। সেটেলার মুসলিম যারা ছিল তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতো না। বাঁশ শন দিয়ে বানানো এক মক্তবেই তারা পড়তো। একদিন সেই স্কুলে এক দেড় হাত লম্বা দাঁড়ি ওয়ালা আসলো আরবি পড়াতে। কোন ছাত্র ছাত্রী নাই পড়ার। সবাই বললো, কেউতো মুসলিম নেই এখানে। দাঁড়ি ওয়ালা জোর করে অন্যান্য ধর্মামলম্বী ছাত্রছাত্রীদের আরবী পড়ানো শুরু করলো। এলাকার লোকজন বাধা দিল। বিকাল বেলা স্কুলঘরটা আর্মি ক্যাম্পে পরিনত হলো। তার পর থেকে এলাকার যুবতি কিশোরী কেউ রেহাই পেলো না, কেউ ধর্ষিত হলো, কেউ ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালালো। যুবক বৃদ্ধ গড়ে আর্মির দ্বারা নির্যাতিত হতো প্রতিদিন। এমন করতে করতে একদিন এই বিরাট এলাকা মুসলিম এলাকা হয়ে গেলো। কোন শান্তিবাদীর বাচ্ছা শান্তিবাদী প্রমান করতে পারবে কি ইসলাম শান্তির নাকি মানুষের যন্ত্রনার ধর্ম ? এই হলো এছালামী শিক্ষা। মানুষকে অত্যাচার করা, বাড়ী ছাড়া করা হলো এছালাম।

শুধু মাত্র বাংলাদেশের শিক্ষিত মুসলিমদের বলছি। আপনারা সজাগ হোন। আপনারাই পারেন আমাদের পাশে এসে দাড়াতে। আপনারাই পারেন আমাদের উপর নির্যাতন অত্যাচার বন্ধ করতে। কিন্তু আপনারা শিক্ষিত মানবতাবাদী ভাবতে আমার বিবেকে বাধে। কেন জানতে চাইবেন নিশ্চয়। এই যাবত নেটে আমি দেখেছি হয়তো ইসলাম ধর্ম প্রচার নয়তো সমালোচনা। কাজের কাজ কেউ কিছু করেননি। কোন সির্ধান্তে আসতে পারেননি কেউ। তারচেয়ে বেশী হলে বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা। নয়তো একজন অন্যকে খোঁচামারেন। নয়তো বিশ্ব বুদ্ধিজীবি সাজেন। ভালো কথা আলোচনা করুন সব বিষয়ে। কিন্তু একজন মানুষ দেখিয়েদেন তো মুক্তমনা.কম ছাড়া আর কেউ খোলাখুলি ভাবে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরদ্ধে কিছু বলেছেন ? মানবতাবাদী হলে আপনাদের উচিত অন্তত গত দুই বছরের বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে যা ঘটেছে ঘটছে তা সম্পর্কে বলা। আমার কথা কারো পছন্দ হবে আবার কারো হবে না। আমি খুব সহজ ভাষায় লিখছি। তাই সহজে বুঝার কথা। আমার প্রচেষ্টা মানবতা শব্দটি কলম বা কি বোর্ডের মধ্যে বন্দি না রেখে ব্যাক্তি জীবনে প্রতিফলন ঘটানোর জন্য মৃত ও জেগে ঘুমন্ত মানুষের হৃদপিন্ডে আঘাত করা। যেন সে জেগে উঠে , আমার পাশে এসে দাড়ায়। আমি যেন সাহস হীন না হই।

এই মাত্র একটি মেইল পেলাম । এই লেখা তৈরীর ফাকে পড়ে নিলাম । মেইলের বিষয় আমাকে গালাগাল এবং কুদ্দুস খান, ফতেমোল্লা ও অভিজিত রায়কে এক চোট দেখে নেয়া। মেইলের সারমর্মে কুদ্দুস খান ও ফতেমোল্লা ইসলামের দালাল, আর অভিজিত রায় আমার মতো ইসলাম বিধ্বংসী ।

(মেইলে আরো অনেকের নাম আছে, বিভিন্ন কটুক্তি করে, বিশেষ কারনে এইবারের লেখায় তাদের নাম বলছিনা) আমাকে এই ভাবে মেইল করে লাভ নেই। সাহস করে ভিন্নমতে এসে লিখুন। আর আমার জানামতে কুদ্দুস দা, ফতেমোল্লা দা, অভিজিত দা কেউই ভারতীয় নয়। আমরা সবাই বাংলামায়ের সন্তান । আমাদের সৎ সাহস আছে তাই আমরা লিখি। মেইলদাতা আপনি পরিচয় দিয়েছেন আপনি ডাক্তার। বেশ ভালো। আপনারতো প্রেসক্রিপশান লিখে অভ্যাস আছে। তো আপনি ভিন্নমতে আমাদের বিরুদ্ধে লিখুন। আপনার মনে ও কলমে যা আসে লিখুন। আমরা পড়বো। ডাক্তার বাবু, ওপস্ !!! আপনি তো ডাক্তার সাহেব। তবুও বাবু বললাম। কেন জানেন? বাঙ্গালী কখনো সাহেব হয়না। বাঙ্গলী হয় বাবু। শতশত বছরের গোলামীর জাঞ্জির /ডান্ডাবেরি পায়ে পড়ে গায়ে পড়ে চলতে চলতে কখন যে নিজের অস্থিস্ব ভুলেগেছেন আপনারা বাংলার মুসলিমরা তা নিজেরাও জানেন না। ইতিহাস ঘটলে পেয়ে যাবেন। জানেন ডাক্তার বাবু ! বাংলাদেশের মুসলিমরা একসময় নামের আগে শ্রী শ্রী বাবু মফিস আহম্মদ লিখতো। এমন একটি খরিদ কৃত জায়গার দলিল আমার ঘরে ও আছে। কিন্তু সেই মুসলিমরা না মুসলিম হয়ে যায় নি। তারা পাকা পোক্ত ছিল, আপনাদের মতো ঠুনকো ছিল না। আপনার মেইলটা আমি কাট পেষ্ট করে ওয়ার্ডে এনে দেখলাম পাক্কা আড়াই পৃষ্টা লিখেছেন। কোন সমাজ কোন পরিবেশ থেকে উঠে এসেছেন তা বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি।

বারবার একটি কথা লিখি আমি, এমন কিছু লিখুন যাতে আমরা শিখতে পারি , জানতে পারি নতুন কিছু। আমি লিখতে এসেছি, কারো প্রতিপক্ষ হতে আসিনি। আমার সমালোচনা করুন, গালাগাল দিন আমাকে, আমি আমার পথ ধরে চলছি, চলবো। শালীনতার কথা আনবেন।(ফতেমোল্লা দা ও আলমগীর দা কে বাদ দিয়ে বাকীদেরকে বলছি) কিন্তু আপনি বা আপনারা আমার বা আমাদের প্রতি কতটুকু শালীন তা ভেবে দেখে না হয় বলবেন , কি বলেন !

পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখী হোক, শান্তিতে থাকুক ।

(সময় পেলে আবারো কিছু গল্প নিয়ে হাজির হবো)

সবাইকে ধন্যবাদ।
২৫/০৮।২০০৩